দৈনিক ইনকিলাব

2/11/2001

তারিখ ...

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা ভার্সিটির ১৫৭ শিক্ষক আ'লীগার ভিসি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৭ জন শিক্ষক গতকাল (বুধবার) এক বিবৃতিতে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি একে আজাদ চৌধুরী আওয়ামী লীগের প্রাক্তন উপদেষ্টা এবং বর্তমানে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হওয়ায় তিনি দলীয়

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

...ণ্য করেন।

১৫৭ শিক্ষক প্রথম পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে ওঠে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। ভিসির একদেশদর্শিতা ও দলপ্রীতির কারণে তার কাছ থেকে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা আশা করা যাচ্ছে না। বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে অবস্থানরত বহিরাগত, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও বহিষ্কৃতদের বিতাড়িত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কর্তৃপক্ষ লোক দেখানো ও প্রতারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর ফলে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য কোনভাবেই অর্জিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমস্ত বিষয়কে বিবেচনা করছেন। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট তীব্র হয়ে উঠছে। বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ মত প্রকাশ করে বলেন,

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল হল কয়েক দিনের জন্য সম্পূর্ণ খালি করে হল প্রশাসন ও ছাত্র-প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পুলিশ, বিডিআর দিয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রমুক্ত করা এবং বৈধ ছাত্রদের হলে অবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিগত দিনে যেসব বৈধ ছাত্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা ক্যাম্পাস হতে বিতাড়িত হওয়ায় আবাসিকতার জন্য আবেদন করতে এবং আবাসিকতার অনুমোদনপত্র নবায়ন করতে পারেনি তাদের নিজ নিজ হলে অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণই হবে যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। ন্যায়-নীতি, নিরপেক্ষতা ও বাস্তবতার আলোকে কর্তৃপক্ষ যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্য হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ঃ প্রফেসর মাহমুদ-উল-আমীন, প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ, প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রফেসর মোঃ খলিলুর রহমান, প্রফেসর কেএম সাইফুল ইসলাম, প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, ফেরদৌস হোসেন, প্রফেসর জিয়াউশ শামস্ এমএম হক, প্রফেসর জেডএন তাহমিদা বেগম, প্রফেসর আবদুল আজিজ, প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর মোঃ আমজাদ হোসেন, প্রফেসর আনোয়ার হাসান, প্রফেসর এম এরশাদুল বারী, প্রফেসর সাঈদ-উর রহমান, প্রফেসর একিউ ফজলুল ওয়াহিদ, প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর মোঃ শফিকুর রহমান, প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর আফম ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান, প্রফেসর মোঃ আমিনুর রহমান মজুমদার, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, প্রফেসর সাইয়াদ সালেহীন কাদরী, প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার, প্রফেসর পিকে মতিউর রহমান, প্রফেসর মোঃ সুলতান হোসেন, প্রফেসর আবু আহমেদ, প্রফেসর আফতাব আহমাদ, প্রফেসর সাইফুল্লাহ ভুঁইয়া, প্রফেসর শাহিদা রফিক, প্রফেসর শেখ ম শহীদুল্লাহ, প্রফেসর এএইচএম মাহবুবার রহমান, প্রফেসর বাকী খলিলী, প্রফেসর মুঃ আবুল কাদের, প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর সদরুল আমীন, প্রফেসর শাহাদত মোরশেদ, প্রফেসর একেএম নজরুল ইসলাম, প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী, প্রফেসর রহিম বিঃ তালুকদার, প্রফেসর মোসলেহউদ্দিন আহমদ তারেক, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর মোঃ আবু তাহের, প্রফেসর তাজমেরী সেলিনা আখতার ইসলাম, প্রফেসর মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রফেসর এম নাসির উদ্দীন, ডঃ উম্মে কুলসুম রওজাতুর রোম্মান, মিসেস তাহমিনা আখতার, ডঃ কাওসার মুস্তাফা, মিসেস রাজিয়া বেগম, প্রফেসর শামসুদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর কাঃ শাঃ মোঃ ইলিয়াস প্রমুখ।